দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 23 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

সরকারী থেকে বেসরকারী মেডিক্যালে শিক্ষার্থীদের ব্যয় চার গুণ

নিখিল মানখিন ॥ একই কোর্স সম্পন্ন করতে সরকারী মেডিক্যাল কলেজের তুলনায় চারগুণ বেশি ব্যয় হয় বেসরকারী কলেজে। কোর্সের নাম 'এমবিবিএস'। 'ডাক্তার' হতে হলে এই কোর্স সম্পন্ন করতে হয়। সরকারী মেডিক্যাল কলেজে ৫ বছরের এমবিবিএস কোর্স সম্পন্ন করতে একজন শিক্ষার্থীর মোট ব্যয় হয় প্রায় ৬ লাখ টাকা। আর বেসরকারী কলেজে তা অর্জন করতে লাগে প্রায় ২৭ লাখ টাকা। সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয় ধরা হয়নি। বেসরকারী কলেজে শুধু ভর্তি ফি-ই ধরা (২ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

সরকারী থেকে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে ১৩ লাখ ৯০ হাজার টাকা। সরকারী কলেজে এই পরিমাণ মাত্র ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। একই কোর্স অর্জন করতে সরকারী ও বেসরকারী কলেজের শিক্ষাব্যয়ের এই বিশাল পার্থক্য মেডিক্যাল শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকদের ভাবিয়ে তুলেছে। বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজসমূহের আকাশচুম্বী ব্যয় বহন করতে না পেরে শিক্ষা লাভের মাঝপথে ঝরে পড়ে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী। মুক্তিযোদ্ধা ও দরিদ্র কোটায় সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই সুযোগ পেয়েও আর্থিক কারণে বেসরকারী কলেজে ভর্তি হতে পারেন না। এ সুযোগে তাঁদের কোটা নিয়ে অনেক কলেজে চলে সিট বিক্রির অবৈধ ব্যবসা। বিপুল অঙ্কের টাকায় ভর্তি হয়েও বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা হয় না বলে অভিযোগ করেছেন অনেক শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবক। স্বাস্থ্য অধিদফতর, বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করে এ তথ্য জানা গেছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতর জানায়, দেশে বর্তমানে ২৯টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ৩১৬২টি এবং ৯টি সরকারী ডেন্টাল কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজগুলোর ডেন্টাল ইউনিট মিলিয়ে বিডিএস কোর্সে মোট ৫৩২টি। দেশে ৬৪টি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে ৫৩২৫টি আসন রয়েছে। ২৪টি বেসরকারী ডেন্টাল কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজগুলোর ডেন্টাল ইউনিট মিলিয়ে বিডিএস কোর্সে ১২৮০টি আসন রয়েছে বলে জানায় স্বাস্থ্য অধিদফতর।

সরকারী ও বেসরকারী কলেজে এমবিবিএস কোর্স। সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই